পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আহ্‌মদী

সম্পাদকঃ— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

১৪ই ভাদ্র ১৩৮৮ বাংলা : ৩১শে আগষ্ট ১৯৮১ ইং : ৩০শে শাওয়াল, ১৪০১ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩১শে আগষ্ট ১৯৮১ ইং

৩৫শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আলে ইমরান (৪র্থ ও ৫ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ : 'সাহাবাগণের উৎকৃষ্ট গুণাবলী'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৪
* অমৃতবাণী :	হযরত মসীহ মাওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৬
* জুময়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সদেক মাহমুদ	৮
* হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী (— ২)	মূল : হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান	১৪
* একটি ঐতিহাসিক তেজদীপ্ত ঘোষণা	হযরত মুসলেহ মাওউদ অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৬
* সংবাদ		

শোক সংবাদ

১। যশোর জামাতের প্রবীণ আহমদী জনাব আবদুল মাজেদ খান সিঁড়ি থেকে নামার সময় পড়ে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ক্রমেই তাহার অসুস্থতা বৃদ্ধি পায় এবং যশোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল থেকে প্রায় সুস্থ অবস্থায় বাড়ীতে আনার পর গত ২২-৭-৮১ইং তারিখ মোতাবেক ১৯শে রমজান বিকাল ৫টার সময় তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ..... রাজেউন। তাঁহার রুহের মাগফেরাতের জন্য এবং তার শোকার্ত স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সকলের জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন করা হইতেছে।

২। তাতারকান্দি (ময়মনসিংহ) নিবাসী জনাব সৈয়দ নজিরুল হক (আখতার মিয়া), পিতা সৈয়দ আজিজুল হক ৯ই আগষ্ট সোমবার তার বাসগৃহে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স বাষট্টি বৎসর হইয়াছিল। মরহুম এক বিধবা ২ ছেলে ও ৪ মেয়ে রাখিয়া যান। মরহুমের রুহের মাগফেরাত এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবার বর্গের জন্য দোওয়া করিবেন।

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা
১৫ই ভাদ্র, ১৩৮৮ বাংলা : ৩১শে আগষ্ট ১৯৮১ ইং : ৩১শে জহুর, ১৩৬০ হিঃ শামসী

সুরা আলে ইমরান

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২০১ আয়াত ও ২০ রুকু আছে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৮)

৪র্থ রুকু

৩২। বল (হে মানব জাতি !), যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর, (তাহা হইলে) আল্লাহ্ও তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তিনি তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল এবং বার বার করুণাকারী।

৩৩। বল, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের আনুগত্য কর, কিন্তু যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে (জানিয়া রাখ যে) আল্লাহ্ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।

৩৪। নিশ্চয় আল্লাহ্ আদম এবং নূহকে এবং ইব্রাহীমের খানদান ও ইমরানের খানদানকে (সমসাময়িক) জগৎবাসীর উপর মনোনীত করিয়াছিলেন।

৩৫। (তিনি মনোনীত করিয়াছিলেন) এমন এক বংশকে যাহারা পরস্পর সদৃশ ছিল, এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৩৬। (স্মরণ কর) যখন ইমরানের (খানদানের) একজন মহিলা বলিল, হে আমার রব ! যাহা কিছু আমার গর্ভে আছে উহাকে আমি (সংসার) মুক্ত করিয়া তোমার (দীনের খেদমতের) জন্য উৎসর্গ করিলাম ; অতএব তুমি (যেভাবে হউক) উহা আমার পক্ষ হইতে কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৩৭। অতঃপর যখন সে উহাকে প্রসব করিল তখন বলিল, হে আমার রব ! আমি উহাকে কন্যারূপে প্রসব করিয়াছি ; এবং সে যাহা প্রসব করিয়াছিল আল্লাহ্ তাহা সর্বাপেক্ষা বেশী জানিতেন ; এবং (তাহার কাম্য) পুত্র-সন্তান (এই প্রসূত) কন্যা-সন্তানের সমতুল্য নহে ; এবং (সে বলিল,) আমি তাহার নাম মরিয়ম রাখিয়াছি এবং তাহাকেও তাহার সন্তান-সন্ততিকে বিতাড়িত শয়তান হইতে তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করিতেছি।

৩৮। অতঃপর তাহার রব উহাকে সদয় অনুমোদনে কবুল করিলেন এবং তাহাকে উত্তম পরিবর্ধনে বর্দ্ধিত করিলেন এবং যাকারিয়াকে তাহার অভিভাবক করিলেন; যখনই যাকারিয়া তাহাকে প্রকোষ্ঠে দেখিতে যাইত তখন তাহার নিকট (কোন না কোন) খাবার পাইত, সে (একদা এরূপ দেখিয়া) বলিল, হে মরিয়ম! ইহা তোমার জন্য কোথা হইতে আসে? সে উত্তর দিল, উহা আল্লাহ্‌র হুযুর হইতে; নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন অপরিমিত দান করেন।

৩৯। তৎক্ষণাৎ সেখানেই যাকারিয়া আপন রবকে ডাকিয়া বলিল, হে আমার রব! তুমি আপন হুযুর হইতে আমাকে পবিত্র আওলাদ দান কর, নিশ্চয় তুমি বড়ই দোয়া কবুলকারী।

৪০। এবং যখন সে সেই প্রকোষ্টে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিল, তখন ফেরেস্তাগণ তাহাকে আওয়ায দিয়া বলিল, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহিয়ার সুসংবাদ দিতেছেন, সে আল্লাহ্‌র এক কলেমার তসদীককারী, প্রধান, জিতেন্দ্রিয় এবং সৎকর্মশীলগণের মধ্য হইতে (উন্নতি করিয়া) নবী হইবে।

৪১। তিনি বলিলেন হে আমার রব! আমার (জীবদ্দশায় দীর্ঘজীবি) পুত্র কিরূপে হইবে, অথচ আমার উপর বার্দ্ধক্য আসিয়া পৌছিয়াছে এবং স্ত্রী বন্ধ্যা? উত্তরে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ এমনই (কাদের) যে তিনি যাহা চাহেন করিয়া থাকেন।

৪২। সে বলিল, হে আমার রব! আমার জন্য কোন আদেশ দাও; তিনি বলিলেন, তোমার জন্য এই আদেশ যে, তুমি তিন দিন যাবৎ লোকদের সহিত ইঙ্গিতে ব্যতীত কথা বলিবে না, এবং তুমি তোমার রবকে খুব বেশী করিয়া স্মরণ কর, এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাহার পবিত্রতা ঘোষণা কর।

৫ম রুকু

৪৩। (এবং স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন ফেরেশতাগণ বলিয়াছিল, হে মরিয়ম! আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন এবং পবিত্র করিয়াছেন এবং তোমাকে বিশ্বের মহিলাগণের মোকাবিলায় মনোনীত করিয়াছি।

৪৪। হে মরিয়ম! তুমি তোমার রব্বের ফরমাবদার হও এবং সেজদা কর এবং (এক আল্লাহ্‌র) এবাদতকারীগণের সহিত মিলিত হইয়া এক আল্লাহ্‌র এবাদত কর।

৪৫। ইহা গায়েবের সংবাদ সমূহের মধ্যে অন্যতম যাহা আমরা তোমার প্রতি ওহী করিতেছি এবং তুমি তখন তাহাদের নিকটে ছিলে না যখন তাহারা আপন আপন তীর (ইহা জানিবার জন্য) নিক্ষেপ করিতেছিল যে, কে তাহাদের মধ্য হইতে মরিয়মের অভিভাবক হইবে, এবং যখন তাহারা পরস্পরের মধ্যে বাদানুবাদ করিতেছিল তখনও তুমি তাহাদের নিকটে ছিলে না।

৪৬। এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন ফেরেশতাগণ বলিয়াছিল, হে মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজের এক কালামের দ্বারা তোমাকে (একটি সন্তানের) সুসংবাদ দিতেছেন, তাঁহার

নাম হইবে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম, সে ইহকাল ও পরকালে সম্মানের অধিকারী এবং নৈকট্য-প্রাপ্ত লোকদের অন্তর্গত হইবে।

৪৭। এবং সে দোলনায় (অর্থাৎ শৈশবে) ও প্রৌঢ়াবস্থায় লোকদের সাথে কথা বলিবে, এবং নেককারগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৪৮। সে বলিল, হে আমার রব্ব! কিরূপে আমার সন্তান হইবে, যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র কাজ এমনই, তিনি যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন, যখন কোন বিষয়ে তিনি ফয়সালা করেন, তখন উহার সম্বন্ধে তিনি শুধু বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়।

৪৯। এবং (এই শুভ সংবাদও দিলেন যে) তিনি তাহাকে কিতাব, হিকমত (-এর কথা) এবং তওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিবেন;

৫০। এবং বনি ইসরাইলের প্রতি রসুল (বানাইয়া তাহাকে এই পয়গাম সহ প্রেরণ করিবেন) যে, আমি নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের রব্বের পক্ষ হইতে এক নিদর্শন সহ আসিয়াছি, (উহা এই) যে তোমাদের (কল্যাণের) জন্য কাদা (মাটির স্বভাব বিশিষ্ট মানুষ) হইতে আমি পক্ষীর (বাচ্চা তুলার) পদ্ধতিতে (জমায়াত) সৃষ্টি করিব। অতঃপর উহার মধ্যে আমি (নূতন রূহ) ফুৎকার করিব এবং উহা আল্লাহ্‌র আদেশে উড্ডয়নশীল হইবে, এবং আল্লাহ্‌র আদেশে আমি অন্ধকে এবং কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করিব এবং তোমরা কি খাইবে এবং ঘরে কি সঞ্চয় করিবে সেই বিষয়ে আমি তোমাদিগকে সংবাদ দিব; নিশ্চয় ইহার মধ্যে তোমাদের জন্য এক নিদর্শন রহিয়াছে, যদি তোমরা মোমেন থাক।

৫১। এবং (আমি) তসদীককারী উহার যাহা আমার সম্মুখে আছে অর্থাৎ তওরাতের এবং এই জন্য (আসিয়াছি) যেন আমি তোমাদের জন্য হালাল করিতে পারি কতক বস্তুকে যাহা পূর্বে তোমাদের উপর হারাম করা হইয়াছিল এবং তোমাদের রব্বের পক্ষ হইতে আমি এক নিদর্শন সহ তোমাদের নিকট আসিয়াছি, অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।

৫২। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার রব্ব এবং তোমাদের রব্ব, সুতরাং তাঁহারাই এবাদত কর, এবং ইহাই হইল সরল পথ।

৫৩। অতএব যখন ঈসা তাহাদের মধ্যে কুফর লক্ষ্য করিল তখন সে বলিল, আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হইবে? শিষ্যগণ উত্তরে বলিল, আমরা আল্লাহ্‌র (দীনের) সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছি, তুমি সাক্ষী থাক যে আমরা আত্ম-সমর্পনকারী।

৫৪। হে আমাদের রব্ব! যাহা তুমি নাযেল করিয়াছ উহার উপর আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং এই রসুলের অনুসরণ করিয়াছি, অতএব তুমি আমাদিগকে সাক্ষীগণের তালিকা-ভুক্ত কর।

৫৫। তাহারা (অর্থাৎ ঈসার শত্রুগণ) ষড়যন্ত্র করিল এবং আল্লাহ্‌ও পরিকল্পনা করিলেন এবং আল্লাহ্ পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। (ক্রমশঃ)

মূল :—হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)
বঙ্গানুবাদ :—মোহতরম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঃ আঃ

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রিয়া কারিতা বা লোক দেখান ও খ্যাতি অন্বেষণ

৫২৮। হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ বিন সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে ব্যক্তি শুধু খ্যাতি লাভের জন্য কাজ করে, আল্লাহ্তায়ালা তাহাকে এ প্রকারের খ্যাতি দিবেন যাহার পরিণামে তাহার দোষ লোকের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের মধ্যে সে লাঞ্ছিত ও বদনাম হইবে। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কাজ করিবে, আল্লাহ্তায়ালা তাহার রিয়াকারিতা সকলের নিকট প্রকাশিত করিয়া দিবেন।" ('বুখারী ; কিতাবুর মুসলিম, ২:৩১৫ পৃঃ)

৫২৯। হযরত আবু যার্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আরজ করা হইল : 'ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার (সাঃ) ধারনা কি, যে নেক কাজ করে এবং মানুষ সে জন্য তাহার প্রশংসা করে ? হুজুর (সাঃ) ফরমাইলেন : "ইহা এক অগৌণ প্রতিদান, যাহা এই পৃথিবীতেই মুমেনকে সুসংবাদরূপে দেওয়া হয়। ইহা একথারই নির্দেশক যে, আল্লাহ্তায়ালা তাহার ঐ নেক কাজ কবুল করিয়াছেন।"
['মুসলিম ; কিতাবু বিরে ওয়াস সালাহ ; ২:২০৯ পৃঃ]

কষ্ট প্রয়াস ও কৃত্রিমতা

৫৩০। হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "আতিশয্য-পরায়ন ব্যক্তি ধ্বংস হইয়াছে।" এরূপ তিন বার বলেন অর্থাৎ এইরূপ লোকেরা খোদাতায়ালার পাকড়াও হইতে রক্ষা পাইতে পারে না।
['মুসলিম, কিতবেুল ইলম, 'বাবু হালকাল মুতান্নাত্তেউন ; ২:২২০ পৃঃ]

অনুকরণ ও অন্যের সাদৃশ্যাবলম্বন

৫৩১। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "দোযখীদের দুইটি দল এরূপ যে তাহাদের ন্যায় আমি অন্য কোন দল দেখি নাই। এক, উহারা, যাহাদের নিকট গরুর লেজের মতো ছড়ি ছিল। তদ্বারা তাহারা অন্যকে প্রহার করিয়া বেড়ায়। দ্বিতীয়, ঐ সব স্ত্রীলোক, যাহারা কাপড় পরে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা উলঙ্গ। অভিমানী প্রণয়ীর চালে চলে। লোক আকৃষ্ট করার যত্ন করে। তাহাদের মাথা জবরদস্ত উষ্ট্রের লচকদার উঁচু পীঠের মতো।

ইহাদের কেহই জান্নাতে যাইবে না এবং উহার গন্ধও পাইবে না। উহার সৌরভ এত যে অনেক ব্যবধান হইতে পাওয়া যায়।" ['মুসলিম ; 'কিতাবুল লেবাস ; বাবুন্নেসা-আল কাসিয়াতিল আরিয়াতিল মায়েলাতিল মুমিলাত ; ১-২:২৪১ পৃঃ]

অলীক সংশয় প্রবণতা ও অশুভ ভাগ্য নিরূপন।

৫৩২। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "মূলতঃ অন্যের রোগ সংক্রামিত হওয়ার এবং অশুভ ভাগ্য নিরূপনের ধারনা অলীক সংশয় ভিন্ন কিছু নয়।" অর্থাৎ, এ সমন্ধে অকারণ চিন্তা হইতে বাঁচা কর্তব্য। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইহাও ফরমাইয়াছেন : "শুভ ভাগ্য নিরূপন আমি পছন্দ করি।" সাহাবাগণ (রাযিঃ) ফরমাইয়াছেন: 'শুভ কাল কি ?' তিনি (সাঃ) ফবমাইলেনঃ "ভাল কথা বলা এবং ভাল কথা হইতে ভাল সিদ্ধান্ত।" ['বুখারী ; 'বাবুল ফাল ; ২:৮৫৬ পৃঃ মুসলিম, ২:২১ পৃঃ]

যুগ, কাল এবং দৈব বিপদাপদকে দোষারোপ করা

৫৩৩। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইতেছেন: : 'যামানা, তথা সময় ও যুগকে মন্দ কহিয়া মানুষ আমাকে দুঃখ দেয়। কারণ, আমিই যুগ। অর্থাৎ, আমার হাতেই সব যুগ পরিবর্তন। আমিই দিবা-রাত্রির পরিবর্তন আনিয়া থাকি। আমার মহিমার, আমার কুদরতেরই বিকাশ বা অভিব্যক্তির যামানা (যুগ বা কাল)'। ['বুখারী কিতাবুল আদাব, 'বাবু লা উসাব্বোদ দহর, ২:৯১৩, ওয়াল লাফযু লে মুসনা ন আহমদ ২:২৩৮ পৃঃ]

৫২৭। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইরাছেন : "বখিল (ব্যয়কুণ্ঠ) ও বদান্য (সখী) ব্যক্তির মিছাল ঐ দুই ব্যক্তির ন্যায়, যাহারা বক্ষ পর্যন্ত লৌহ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল এবং তদ্বারা আবদ্ধ হইয়াছিল। বদান্য ব্যক্তি যখন কিছু ব্যয় করিত তাহার লৌহ বর্মের বাঁধন খোলিত। পরিণামে সে উহার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিত। কিন্তু ব্যয়কুণ্ঠ বখিল লোহ-বর্ম দ্বারা ক্রমেই আঁটিয়া বাঁধা পড়িত এবং এই প্রকারে তাহার বন্ধন কষা হইত। [মুসনদে আহমদ, ২:২৫৬ পৃঃ]

(ক্রমশ)

['হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

এই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি।।
যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই ।। [উর্দু দুররে সমীন]
'সকল বরকত হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে।' [ইলহাম]
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বাণী

কুরআন করীমের অনস্বীকার্য অলৌকিকত্ব

"কুরআন করীম অসীম ও অনন্ত জ্ঞানতত্ত্বের আধার। যে ব্যক্তি কুরআন করীমের এই মো'জেযা বা অলৌকিকত্বকে স্বীকার করে না, সে কুরআনী এলেম হইতে নিতান্তই বঞ্চিত।" "কোন ব্যক্তি এমন কোন সত্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইতে পারে না, যাহা কুরআন করীমে পূর্বাহ্ণেই বিদ্যমান নাই।"

'কুরআন শরীফের খোলা খোলা অলৌকিকত্ব—যাহা প্রত্যেক জাতি এবং ভাষাভাষীর উপর দেদীপ্যমান হইতে পারে, যাহা প্রতিটি দেশের মানুষকেই সে হিন্দুস্থানী হউক বা ইরানী অথবা ইউরোপিয়ান বা আমেরিকান কিম্বা অন্য যে কোন দেশেরই হউক তাহাকে অভিযুক্ত পর্যুদস্ত ও নিরুত্তর করিয়া দিতে পারে—তাহা হইল এই যে, কুরআন করীম অসীম ও অনন্ত জ্ঞানতত্ত্ব—'মায়ারেফ ও হাকায়েক' বহণ করে। যে ব্যক্তি কুরআন করীমের এই মা'জেযা বা অলৌকিকত্বকে স্বীকার করে না সে কুরআনী এলেম হইতে নিতান্তই বঞ্চিত।

ومن لم يؤمن بذلك الاعجاز فوالله ما قدر القرآن حق قدره
وما عرف الله حق معرفته وما وقر الرسول حق توقيره

(– 'যে ব্যক্তি এই কুরআনী অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী নয়, সে আল্লাহ্‌র কসম, কুরআনকে যেরূপ মর্যাদা দান করা উচিত সেরূপ মর্যাদা দিতে পারে নাই এবং সে আল্লাহ্‌তায়ালাকেও যথাথ' মর্যাদায় চিনে নাই এবং সে রসুল (সাঃ)-কেও যথোপযুক্ত সম্মান দেয় নাই—অনুবাদক)

হে বন্দেগানে-খোদা! নিশ্চয় স্মরণ রাখিবে, কুরআন শরীফের অন্তর্নিহিত অসীম ও অনন্ত জ্ঞানতত্ব তথা 'হাকায়েক ও ময়ারেফ' সংক্রান্ত মো'জেযা বা অলৌকিকত্বই এরূপ এক পূর্ণ ও পরিণত অলৌকিকত্ব, যাহা প্রত্যেক যুগে তরবারির চাইতেও অধিক কাজ করিয়াছে এবং প্রত্যেক যুগ উহার অভিনব বিবর্তন ও অবস্থার দ্বারা যত রকমের সন্দেহ-সংশয়ই পেশ করুক না কেন অথবা যত প্রকারের উত্তম ও উচ্চাঙ্গীন জ্ঞানতত্বের দাবী তুলিয়া ধরুক না কেন—সেগুলির পূর্ণ অপনোদন ও পুরাপুরি মোকাবেলা করার ক্ষমতা কুরআন শরীফে বিদ্যমান রহিয়াছে। যে কোন ব্রাহ্ম বা আর্য সমাজী বা বৌদ্ধ ধর্মী কিম্বা খ্রীষ্টান অথবা অন্য যে কোন ধরনের ফিলোসফার বা দার্শনিক এমন কোন ঐশীতত্ব বা সত্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইতে পারে না, যাহা কুরআন শরীফে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান না থাকে। কুরআন করীমের কল্পনাতীত জ্ঞানতত্ব কখনও নিঃশেষ হইতে পারে না। যেমন এই জড়জগৎ বা প্রাকৃতিরূপ গ্রন্থের অদ্ভুত ও বিচিত্রময় রহস্যাবলী কোন পূর্ববর্তী যুগ পর্যন্ত যাইয়া নিশোষিত হয় নাই বরং নিত্য নুতন ধারায় সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে, তেমনি কুরআন শরীফের পবিত্র লিপি সমূহেরও অবিকল একই অবস্থা বিরাজ করিতেছে, যাহাতে খোদাতায়ালার বাক্য ও কার্যের মধ্যে পারস্পারিক সুসামঞ্জস্য সাব্যস্ত হয়।"

(এযালায়ে আওহাম, পৃঃ ৩০৫-৩১১)

(১) "কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল এই যে, তদ্বারা যেন উহার অন্তর্নিহিত গভীর তত্ত্বাবলী (হাকায়েক ও মায়ারেফ) সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং মানুষ যেন নিজের মধ্যে এক পরিবর্তন সাধিত করে। স্মরণ রাখিবে, কুরআন করীম হইল এক কল্পনাতীত বিস্ময়কর দুর্লভ ও সত্য দর্শন বা ফিলোসফি। ইহার মধ্যে আদ্যপান্ত বিষয়বস্তুর এক শৃঙ্খল ও রূপায়ন বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার কদর ও সমাদর করা হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন শরীফের সেই শৃঙ্খল ও তরতিব বা বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য করা হইবে না এবং উহাতে গভীর মনোনিবেশ করা হইবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআন করীম তেলাওত পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে না।

(আল-হাকাম, ৩১শে মার্চ ১৯০১ইং)

(২) "কুরআন করীম গবেষণা মূলক গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করা উচিত। হাদীস শরীফে আসিয়াছে رُبَّ قَارِئٍ يَلْعَنُهُ الْقُرْآنُ অর্থাৎ, 'এরূপ অনেক ক্বারী বা কুরআন পাঠকারী আছে যাহাদের উপর কুরআন লা'নত বা অভিশাপ বর্ষণ করে।' তেলাওত করার সময়ে যখন কুরআন করীমের কোন (রহমতের উল্লেখ সম্বলিত) আয়াত আসে তখন সেখানে খোদাতায়ালার রহমত কামনা করা উচিত। আর যেখানে কোন জাতিকে শাস্তি দানের কথার উল্লেখ থাকে, সেখানে খোদাতায়ালার নিকট তাঁহার শাস্তি হইতে বাঁচার জন্য দোওয়া করা উচিত। মোট কথা, গভীর চিন্তা-ভাবনা ও মনোনিবেশ সহকারে কুরআন করীম পাঠ করা উচিত এবং তারপর উহার উপর আমল করা উচিত।"

(আল-হাকাম, ২৪শে মার্চ ১৯০১ইং)

(৪) "কুরআন করীম তোমাদের মুখাপেক্ষী নহে বরং তোমাদেরই কুরআন করীমের মুখাপেক্ষী হইয়া উহা পাঠ করা উচিত। উহা বুঝ এবং শিখ। যখন দুনিয়ার অতি সাধারণ কাজ-কর্মের জন্য তোমরা শিক্ষক গ্রহণ করিয়া থাক, তখন কুরআন শরীফের জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন কেন হইবে না? মায়ের গর্ভ হইতে শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই কি কুরআন পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিবে? মোট কথা, (কুরআন জানার জন্য) শিক্ষকের প্রয়োজন রহিয়াছে।"

(আল-হাকাম, ১০ই আগষ্ট ১৯০৭ইং)

অনুবাদ মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী

আমার মস্তক আহমদ (সাঃ) এর চরণধুলায় লুণ্ঠিত।
আমার হৃদয় সদা মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্য কুরবান।।

(ফারসী দুররে সমীন)

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[৮ই মে ১৯৮১ইং মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

কোন ব্যক্তিই নিজেকে মুত্তাকী ও পবিত্র বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারে না ; কাহাকেও মুত্তাকী ও পবিত্র হিসাবে চিহ্নিত ও নিরূপিত করা একমাত্র আল্লাহতায়ালারই কাজ।

ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী যে ব্যক্তি বিনয়ের পথে পরিচালিত হয়, আল্লাহ-তায়ালা তাহার জন্য স্বীয় নৈকট্য লাভের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন।

খোদা করুন আমরা যেন আল্লাহতায়ার দৃষ্টিতে সদা প্রীতি দেখিতে পাই কখনও যেন তাঁহার ক্রোধ ও ঘৃণার লক্ষ্যস্থলে পরিণত না হই।

তাশাহুদ ও তায়াযুজ এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন : আল্লাহ্তায়ালার ফজলে আমি পূর্বাপেক্ষা সুস্থ আছি। আল-হামদুলিল্লাহ।

ইসলাম বিনয়ের পথ অবলম্বন করিবার আদেশ দিয়াছে এবং এই শুভ সংবাদ দিয়াছে যে, যাহারা নির্মল নিঃস্বার্থ জীবন যাপন করিবে এবং বিনয় ও আজেযীর পথে চলিবে, তিনি তাহাদের জন্য উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের উপাদান সৃষ্টি করিবেন।

হযরত নবী আকরাম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, মানুষের বিনয় ও আজেযী কোন কোন সময় এতই বাড়িয়া যায় যে, মানুষ তাহার পরওরদিগার আল্লাহ্তায়ালার মাহাত্মের এরফান বা তত্ত্বজ্ঞানের ফলশ্রুতিতে এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-এর এহসান ও কল্যাণ প্রসাদে নিজেকে যেন মাটিতেই মিশাইয়া দেয় যাহারা এরূপ হইয়া যায়, আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে তুলিয়া সপ্তম আকাশে লইয়া যান।

رفعه الله الى السماء السابعة (كنز العمال : جلد ٢ ص ٢٥)

—"রাফায়াহুল্লাহু ইলাস সামায়েস সাবেয়াতে। (কানযুল উম্মাল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫)

বস্তুতঃ সপ্তম আকাশ পর্যন্ত তাহার যে এই রাফা' বা ঊর্ধারোহন, উহা তো হইল আল্লাহ্তায়ালার ফজল এবং অনুগ্রহ বিশেষ। কিন্তু মানুষের জন্য যে মোকাম ও অবস্থান পছন্দ ও মনোনয়ন করা হইয়াছে তাহা হইল বিনয় ও আজেযির মোকাম ও অবস্থান। এই মোকাম হইল সর্ব প্রকারের অহংকার সুলভ পথ ও আচরণ সর্বোতঃ পরিহার করার মোকাম। অহংকার সম্পর্কেও নবী করীম (সাঃ) কঠোর ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

মানুষের অন্তরে যে অহংকারের সৃষ্টি হয় উহার অনেকগুলি কারণ আছে। যেমন —জাগতিক ধন-দৌলত, ক্ষমতা, দল বা জনবল এবং কাহারও ইহা ধারনা যে, সে ভাল ও উচ্চ জাত বা খান্দানে জন্মলাভ করিয়াছে, যেমন 'জাট (জমিদার), মোগল বা এই ধরনের অন্য কোন জাত বা বংশ যেটাকে দুনিয়া বড় কিছু বলিয়া মনে করে, কিন্তু খোদাতায়ালা তাহা মনে করেন না। তেমনিভাবে অহংকার জ্ঞানের কারণেও জন্মিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ প্রদত্ত মেধা ও সূক্ষ্ম-দৃষ্টির ফলশ্রুতিতে যখন জ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রসরমান হয় তখন সে অহংকারী হইয়া যায় এবং যাহারা তাহার চাইতে স্বল্প বিদ্বান তাহাদের সহিত ঘৃণা সুলভ আচরণ করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। তেমনি জাগতিক শক্তিবর্গ জাগতিক দিক দিয়া দুর্বল লোকদের সম্মানদান করে না এবং অত্যন্ত আত্মগর্ব ও দম্ভের সহিত নিজেকে বড় মনে করে —মোট কথা বিবিধ কারণ বশতঃ মানুষ বিনয়ের পথ পরিহার করিয়া অহংকারের পথে পরিচালিত হয়। তবে দ্বীন ও ধর্মও মানুষের অহংকারী হওয়ার একটি কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এবং সে সম্বন্ধেই এখন আমি কিছু বলিতে চাই।

আমাদের বিশ্বাস ও আকীদা অনুযায়ী ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ আলাইহেস সালাম আসিয়া গিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে তাঁহাকে সনাক্ত করিবার ও সকল প্রকার বেদাত মুক্ত ইসলাম যাহা তিনি আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিবার এবং তদনুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে নিজেদের জীবন যাপনে সচেষ্ট হওয়ার তওফিক দিয়াছেন। নবী করীম (সাঃ)-এর যে নুর ও হুস্‌ন—জ্যোতি ও সৌন্দর্য, সাধারনতঃ মানবজাতির উপরে এবং বিশেষতঃ ব্যক্তি বিশেষের উপরে তাঁহার যে 'ইহসান' যে কল্যাণ ও অনুগ্রহ বিদ্যমান রহিয়াছে উহার সহিত তিনি [হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)] আমাদিগকে পরিচয় করাইয়াছেন। খোদা-তায়ালাকে দুনিয়া বিস্মৃত হইয়াছিল, এবং খোদাতায়ালার সিফাত বা গুণাবলীর সহিত অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি খোদা ও তাঁহার সিফাত আমাদিগকে সনাক্ত করাইয়াছেন। আমা-দিগকে সেই মোকামে দণ্ডায়মান করিয়াছেন যদ্বারা এক জিন্দা খোদার সহিত আমাদের সংযোগ ও সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং আমাদের জীবনে আমরা জিন্দা খোদার জিন্দা নিশান ও শক্তি নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করিতে পারি। আমাদের মধ্যে অনেকেই খোদাতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহে তাঁহার প্রকৃত যিকির করার এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ প্রেরণ করার তওফিক পাইয়াছে।

জামাত আহমদীয়ার মধ্যেও কোন কোন সময় আমি দেখিতে পাই যে কোন কোন ব্যক্তি যেহেতু তাহাদের উপর খোদাতায়ালার কৃপা বর্ষিত হইয়াছে সেজন্য তাহারা বিনয়ের পথ পরিহার করিয়া অহংকারের পথে পরিচালিত হইয়া পড়ে। রূহানী পবিত্রতা এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে ইহা একটি সুস্পষ্ট বিষয় যে, সেই ব্যক্তি আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র হইতে পারে না যে নিজেকে নিজেই পবিত্র মনে করে। আত্মাতিকভাবে পবিত্র একমাত্র সেই ব্যক্তি যাহাকে খোদাতায়ালা পবিত্র বলিয়া সাব্যস্ত করেন। কে মুত্তাকী এবং কে মুত্তাকী নয়—ইহা ফয়সালা করা আমার

এবং আপনার কাজ নয়; ইহা হইল আল্লাহ্‌তায়ালার কাজ। এবং এই প্রসঙ্গে খোদা-তায়ালার যে নির্দেশ ও হেদায়েত রহিয়াছে উহা সন্দেহাতীত ভাবে সুস্পষ্ট এবং অতি উজ্জল। আপাততঃ আমি তিনটি আয়াত আপনাদের সামনে পেশ করিতেছি।

আল্লাহ্‌তায়ালা সূরা নূরে বলিতেছেন:

و لو لا فضل الله عليكم و رحمته ما زكى منكم من احد ابدا و لكن
الله يزكى من يشاء - و الله سميع عليم ۝ (آيت : ٢٢)

—"যদি তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও রহমত বর্ষিত না হইত, তাহা হইলে তোমাদের মধ্যে কেহই পবিত্র হইতে পারিত না। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা যাহাকে চাহেন এবং পছন্দ করেন তাহাকেই তিনি পবিত্র বলিয়া নিরূপিত করেন এবং তাহাকে পবিত্রতায় ভূষিত করিয়া দেন। আল্লাহ্‌তায়ালা সর্বশ্রোতা سميع —তোমাদের উচ্চৈস্বরে ঘোষিত দাবীর প্রেক্ষিতে কোন ফয়সালা করেন না তিনি অবশ্য তোমাদের মুখোচ্চারিত প্রতিটি কথাই শোনেন। তোমাদের অন্তরে উদিত প্রতিটি কথা তিনি জানেন عليم। তোমাদের আভ্যন্তরের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি ওয়াকেফহাল; তোমাদের মুখ দিয়া যে কথাই উচ্চারিত হয় সে সম্বন্ধে তিনি বেখবর নহেন। কিন্তু শুধু তোমাদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি তোমাদিগকে পাক-পবিত্র বলিয়া আখ্যায়িত করিবেন না। বরং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই তিনি পছন্দ করিবেন, তাহার উপর তাঁহার কৃপা বর্ষণ করিবেন। যাহার সম্বন্ধে তিনি ইচ্ছা করিবেন কেবল তাহাকেই এরূপ আমল করার তওফিক দান করিবেন, যে সকল আমল সম্বন্ধে তিনি চাহেন যেন সেগুলি বান্দাগণ তাঁহার সমীপে পেশ করে এবং যে সকল আমল তিনি চাহিবেন এবং পছন্দ করিবেন কেবল সেইগুলিই তিনি কবুল করিবেন।

মানুষ তাহার অজ্ঞতাবশতঃ মানুষকে এই অধিকার ও ক্ষমতা দানে সম্মত হইয়াছে যে তাহার সামনে অনেকগুলি জিনিস পেশ করা হইলে সেইগুলির মধ্য হইতে যাহা ইচ্ছা সে যেন পছন্দ করিয়া গ্রহণ করে এবং যাহা ইচ্ছা ফিরাইয়া দেয়। যে সকল মুসলমান বাদশাহ হিন্দুস্থানের উপর রাজত্ব করিয়াছেন, এক সময় যখন তাহাদের তোশামদ অনেক বাড়িয়া যায় তখন তাহাদের নিকট হইতে ফায়দা লাভ করিবার জন্য আশরাফীর এক এক হাজার থোলে তোহ্‌ফা স্বরূপ কোন কোন ঈদের সময়ে তাহাদের সম্মুখে রাখা হইত। তারপর তাহাদের রীতি ছিল এই—যেমন তাহাদের সম্মুখে পেশকৃত পাঁচশতটি কাপড়ের থানের মধ্য হইতে একটি তাহারা পছন্দ করিল, আর বাকীগুলির সম্বন্ধে বলিয়া দিল যে সেগুলি তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পার। দেশের জন্য অর্থনৈতিক দিক দিয়া উহাতে ফায়েদাও ছিল কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের প্রজাদের মধ্য হইতে কোন একজনকে সন্তুষ্ট ও খুশী করার উদ্দেশ্যে সেগুলির মধ্য হইতে শুধু একটি জিনিসই তুলিয়া লইতেন।

সুতরাং দেখা যায়, মানুষ বাদশাহকে এই অধিকার দান করে যে, যে জিনিসটি ইচ্ছা সে পছন্দ করিতে পারে এবং গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু তাহার খোদার নিকট যিনি তাহার খালেক ও মালেক সে এই প্রত্যাশা রাখে যে, খুটি-নাটি আজে-বাজে যাহা কিছুই তাঁহার

সমীপে পেশ করুক না কেন তাহা যেন তিনি কবুল করেন। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে এমনটি হইতে পারে না, বরং খোদাতায়ালা তাঁহার ফজল ও রহমতে যাহা ইচ্ছা করেন, যে সকল আমলে সালেহ (সৎকর্ম) তিনি পছন্দ করেন কেবল তাহাই তিনি কবুল করেন এবং উহার ফলশ্রুতিতেই তিনি তোমাদিগকে পবিত্রতায় ভূষিত করেন এবং সেই পবিত্রতায় তোমাদিগকে কায়েম থাকার সামর্থ্য ও তওফিক দান করেন। পবিত্র আমল তোমাদের দ্বারা সংঘটিত হয় এবং তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নৈকট্যের পথ সমুহ তোমাদের জন্য খুলিয়া দেন। ؛ لكن يزكى من يشاء ؞

যতক্ষণ খোদাতায়ালা কাহাকেও পবিত্র সাব্যস্ত না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে পবিত্র হইতে পারে না। সেই জন্য এই ময়দানে বা এই ক্ষেত্রে বিনয়ের পথ পরিহার করা বাস্তবিকপক্ষে ধ্বংসের পথকেই বাছিয়া নেওয়ার নামান্তর।

সূরা নাজমে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন :

هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض و اذ انتم اجنة فى بطون امهاتكم
- فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى ٥ (آيت : ٣٣)

— 'খোদাতায়ালা তোমাদিগকে সেই সময় হইতেই জানেন যখন তোমাদের দেহ-কণা মাটির সহিত মিশিয়া ছিল এবং তিনি সেই সকল কণা লইয়া একটি জড়দেহ সৃষ্টি করিয়া দেন। তিনি সেই সময় হইতেই তোমাদিগকে বেশ জানেন যখন তিনি তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তারপর তোমরা কম-বেশী নয় মাস যাবৎ তোমাদের মাতৃগর্ভে অবস্থান কর। মাও তখন জানিত না, বাচ্চাটি কিরূপ, এবং বাচ্চারও কোন হুঁশ জ্ঞান ছিল না যে সে কিরূপ হইবে কিন্তু খোদা জানিতেন। সুতরাং সেই সময় হইতেই তিনি তোমাদিগকে ভালভাবে জানেন যখন তোমরা তোমাদের মাতৃগর্ভে আচ্ছাদিত ছিলে। সুতরাং নিজেরা নিজদিগকে পবিত্র বলিয়া নিরুপিত ও চিহ্নিত করিও না। فلا تزكوا انفسكم পবিত্র হিসাব নিরূপণ করার হক ও অধিকার একমাত্র তাঁহারই যিনি সেই সময় হইতে তোমাদের খবর রাখেন যখন মাটির কণা সমূহ তখনও দৈহিক রূপ পরিগ্রহ করে নাই এবং বাচ্চার রূপ ধারন করিয়া মাতৃগর্ভে তোমরা প্রবেশ কর নাই। এবং সেই সময় হইতে তিনি জানেন যখন মাও তাহার গর্ভস্থ সন্তান সম্বন্ধে জানেন না যে কিরূপ ধারণ করিয়া উহা জন্ম লাভ করিবে, এবং সে সম্বন্ধে সন্তানেরও কোন হুঁশ-জ্ঞান ছিল না। সেই জন্য فلا تزكوا انفسكم তোমরা নিজদিগকে পবিত্র বলিয়া আখ্যা দিও না। هو اعلم بمن اتقى — কে মুত্তাকী ইহা ফয়সালা করা একমাত্র সেই মহান সত্তারই কাজ, যিনি মাটি হইতে তোমাদের সৃষ্টি এবং মাতৃগর্ভে তোমাদের অবস্থানকাল হইতে তোমাদিগকে জানেন। শুধু আল্লাহ্‌তায়ালাই জানেন। মাও জানিতে পারে না। বাপও জানিতে পারে না এবং সন্তানও জানে না, সে ভবিষ্যতে কিরূপ ধারন করিবে। মোট কথা এখানে আল্লাহ্‌তায়ালা ইহা ঘোষণা করিয়াছেন যে সর্বময় ক্ষমতা ও অধিকার একমাত্র তাঁহারই, কেননা একমাত্র তাঁহার কাছেই কোন কিছু গোপন নয়। আল্লাহ্‌তা-

য়ালাই সব জানেন। সুতরাং কাহাকে তিনি মুত্তাকী সাব্যস্ত করিবেন এবং কাহাকে করিবেন না ইহা একমাত্র তাঁহারই কাজ। যদি কেহ কোন উন্মাদনার মুহূর্তে এরূপ দাবী করিয়া বসে যে, যখন মানবদেহ তৈরী হয় নাই মানব সৃষ্টির সেই ধূলি কণার আকারে অবস্থানকাল হইতেই সে কতক লোককে জানে এবং মাতৃগর্ভে যখন তাহারা মাত্র নড়া-চড়া করিতেছিল তখন হইতে সে তাহাদিগকে জানে, সেজন্য সে তাহাদিগকে মুত্তাকী ও পবিত্র বলিয়া সাব্যস্ত করে, তাহা হইলে ইহাকে উন্মাদনা বই আর কিছুই বলা যাইবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি বলিবে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার প্রতি রহম করুন এবং তাহাকে হুঁশ-হাওয়াস দুরস্ত করুন।

সুতরাং কুরআন করীমে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা যিনি তোমাদিগকে সেই সময় হইতে জানেন যখন তোমরা মাটির মধ্যে জড় পদার্থের আকারে অবস্থান করিতেছিলে, তারপর তিনি তোমাদিগকে গঠন করিয়াছিলেন এবং দেহ দান করিয়াছিলেন, মানুষকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং উত্তম গঠন ও আকৃতি দান করিয়াছিলেন, আর দ্বিতীয় আয়াতে আছে যে, তিনি তোমাদিগকে ঐ সময় হইতে জানেন যখন মাতৃগর্ভে এই উত্তম গঠন ও আকৃতি দানের প্রক্রিয়া (Process (শুরু হইয়াছিল) তখন হইতে জানেন যে, তিনি তোমাদিগকে কি কি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও শক্তি সমূহ দান করিয়াছেন, কেবল তিনিই জানেন যে, তোমরা সেগুলির বিনষ্ট সাধন করিয়াছ অথবা সেগুলির সদব্যবহার ও সঠিক পরিপোষণ ও প্রবৃদ্ধি সাধন করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি ও সন্তোষ লাভ করিয়াছ, খোদাতায়ালার প্রীতি লাভ হইয়াছে অথবা হয় নাই—ইহা সেই খোদা ব্যতীত আর কে বলিয়া দিতে পারে? নিঃসন্দেহে ইহা তো একমাত্র সেই খোদাতায়ালাই বলিতে পারেন। সেই জন্য এই হুকুম জারী করিয়াছেন যে - لا تزكوا انفسكم ("ফালাতুযাক্কু আনফুসাকুম")
তেমনিভাবে সুরা নেসায় বলিয়াছেন:

الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكى من يشاء ولا يظلمون فتيلا ٥ انظر كيف يفترون على الله الكذب - وكفى به اثما مبينا ٥ (آيت: ٥٠-٥١)

—"তুমি কি তাহাদের অবস্থা জান না যাহারা নিজদিগকে পবিত্র বলিয়া সাব্যস্ত করে? এই অধিকার তাহাদের নাই। আল্লাহ্‌তায়ালা যাহাকে পছন্দ করেন তাহাকেই কেবল তিনিই পবিত্র বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া থাকেন। এবং তাহার উপর মোটেই জুলুম করা হইবে না" পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন—

انظر كيف يفترون على الله الكذب

—দেখ, তাহারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কিরূপ মিথ্যা রটনা করিতেছে! যখন তাহারা কোন ব্যক্তিকে পাক-পবিত্র বলিয়া আখ্যাদান করে তখন উহার অর্থ তো ইহাই দাঁড়ায় যে, খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি পাক-পবিত্র খোদাতায়ালা বলেন যে, দেখ, তাহারা খোদাতায়ালার উপর কিরূপ মিথ্যা আরোপ করিতেছে। এবং ইহা وكفى به اثما مبينا খোলা খোলা

গোনাহ্। একে অন্যকে অথবা নিজেকে নিজে মুত্তাকী ও পরহেজগার বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইল খোদাতায়ালার উপর মিথ্যারোপ করা এবং ইহা হইল اثم مبين —এরূপ একটা গোনাহ্‌র কাজ যাহা কোন গোপন বিষয় নয় বরং অতি খোলাখুলি ব্যাপার। কেননা পবিত্র ও মুত্তাকীর অর্থই হইল—যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে পবিত্র ও মুত্তাকী হইয়া থাকে। পবিত্র ও মুত্তাকীর অর্থ ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী ইহা নয় যে, কোন জামাত অন্য কোন জামাতকে পাক ও মুত্তাকী বলিয়া আখ্যাদান করে। পাক ও মুত্তাকীর অর্থ হইল—যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার দৃষ্টিতে পাক ও মুত্তাকী। পক্ষান্তরে যাহাকে আল্লাহ্‌তায়ালা পাক ও মুত্তাকী বলিয়া সাব্যস্ত করেন না, তাহাকে যদি কোন ব্যক্তি বা কোন দল অথবা কোন অঞ্চল কিম্বা সারা জগৎ একত্র হইয়া পাক ও মুত্তাকী বলিয়া সাব্যস্ত করে, তাহা হইলে ইহা হইবে খোদাতায়ালার উপর মিথ্যারোপ করার নামান্তর এবং খোলাখুলি গোনাহ্।

আরও অনেক আয়াত আছে যেগুলিতে উক্ত বিষয়ের কতক আরও দিক বর্ণিত হইয়াছে। সেগুলির মধ্য হইতে এখন আমি মাত্র তিনটি আয়াত লইয়া আলোচনা করিলাম। সুতরাং এই আয়াত সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের যেটুকু কাজ তাহা মানুষের করা উচিত। এবং মানুষের কাজ এই টুকু যে, সে সদা বিনয়ের পথে চলিবে, কখনও অহংকার করিবে না, কখনও নিজেকে কাহারও চাইতে বড় বলিয়া মনে করিবে না। কখনও আত্মশ্লাঘা ও ফখর যেন তাহার অন্তরে সৃষ্টি না হয়। দুনিয়ার দৃষ্টিতে পার্থিব শ্রেষ্ঠতার গরিমা বশতঃ এরূপ হওয়া উচিত নয় এবং যখন আল্লাহ্‌তায়ালা কাহাকেও দ্বীন দান করেন, তখন দ্বীনের ব্যাপারেও এরূপ হওয়া উচিত নয়। অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার পথে পরিচালিত হইয়া খোদাতায়ালার ফযল ও রহমত অন্বেষণ করার পরিবর্তে—যে ফজল ও রহমত বর্ষিত হইয়া থাকে দোওয়ার মাধ্যমে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ফয়সালার ফলশ্রুতিতে কাহারও নিজেই ফয়সালা করিতে উদ্যত হওয়া উচিত নয় যে সে অথবা অমুক অমুক লোকই মুত্তাকী ও পরহেজগার।

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে তওফিক দিন যেন আমরা এই সত্যটি অনুধাবন করিতে পারি এবং খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে আমরা যেন সদা প্রীতি অবলোকন করি, কখনও ক্রোধ ও ঘৃণা যেন তাঁহার দৃষ্টিতে আমরা প্রত্যক্ষ না করি। আমীন।

খোৎবা সানিয়ার পূর্বে হুজুর বলেন:

তিনটি আয়াত অবলম্বনে আমি এখন কিছু বর্ণনা করিয়াছি। ইহা একটি দীর্ঘ বিষয়বস্তু উহার ভূমিকা আমি বর্ণনা করিতেছি। যে খোৎবা আমি ইসলামাবাদে দিয়াছিলাম উহার বিষয়বস্তুর ভূমিকা স্বরূপ আমি বলিয়াছিলাম যে, الحكم অর্থাৎ হুকুম বা ফয়সালা একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালারই জারী হইয়া থাকে। ইহার অর্থ ও মর্ম এই যে, যে ফয়সালা আল্লাহ্‌তায়ালার ফয়সালার বিরোধী ও পরিপন্থী হয়, উহা সাফল্য লাভ করিতে পারে না। মোট কথা এ পর্যন্ত আমি ভূমিকা বর্ণনা করিতেছি।

ইসলামাবাদে আমি চারটি বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলাম এবং আর একটি বিষয় আজ বর্ণনা করিলাম। ইহা আপনারা নিজেদের জেহেনে উপস্থিত রাখিবেন যাহাতে আসল বিষয় যখন বর্ণনা করিব তখন যেন উহা বুঝিতে আপনাদের সহজ হয়।

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের জন্য প্রত্যেক প্রকারের আসানী এবং নির্বিঘ্ন ও সহজ অবস্থার উপকরণ সৃষ্টি করুন। আমীন। (আল-ফজল, ১৪ই জুন ১৯৮১ইং)

অনুবাদ মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী

(পূর্ব প্রকাশিতর পর)

ব্যবসা-বাণিজ্য

আরবগণ ব্যবসায়ী ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে তাহারা দূর-দূরান্ত গমন করিত। আবিসিনিয়া, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের সহিত তাহারা ব্যবসা করিত এবং এমনকি ভারতবর্ষের সহিতও তাহাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। আরবের ধনী ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষের তৈয়ারী অস্ত্রের খুবই সমাদর করিত। তাহারা ইয়েমেন ও সিরিয়া হইতে বস্ত্র আমদানী করিত। আরবের শহরবাসীগণ এই সকল ব্যবসা-বাণিজ্যে রত ছিল। ইয়েমেন ও উত্তরের সামান্য এলাকা ব্যতীত আরবগণ বেদুঈনের জীবন যাপন করিত। তাহাদের কোন স্থায়ী আবাস-ভূমি ছিল না। বিভিন্ন গোত্র সমগ্র এলাকাকে নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া লইত এবং স্ব স্ব এলাকায় ঘুরিয়া বেড়াইত। কোন স্থানের পানি নিঃশেষ হইয়া গেলে তাহারা ঐ স্থান ত্যাগ করিত। এবং যেখানে পানি পাওয়া যাইত তাহারা সেখানে তাবু খাটাইত। ভেড়া, ছাগল ও উট তাহাদের মূলধন ছিল। আরবগণ ইহাদের লোম হইতে বস্ত্র ও চামড়া হইতে তাঁবু প্রস্তুত করিত এবং অতিরিক্ত দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিত।

আরবদের অন্যান্য অবস্থা ও স্বভাব চরিত্র

স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রতি আরবদের আকর্ষণ কম ছিল না। কিন্তু ইহা তাহাদের নিকট দুর্লভ বস্তু ছিল। দরিদ্র জনসাধারণ কড়ি ও সুগন্ধি মশলা দ্বারা অলংকার প্রস্তুত করিত। তাহারা লবঙ্গ, খরমুজ, শসা ও এই জাতীয় অন্যান্য ফলের দ্বারা মালা প্রস্তুত করিত। স্ত্রীলোকগণ এই সমস্ত অলঙ্কার দ্বারা নিজেদিগকে সজ্জিত করিত।

আরবগণ বিভিন্ন প্রকার পাপ ও অনাচারে নিমজ্জিত ছিল। চৌর্যবৃত্তি অল্পই দেখা যাইত; দস্যুবৃত্তি প্রায়ই ঘটিত। অপরের দ্রব্য লুণ্ঠন করা জন্মগত অধিকার বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু আরবগণ যেভাবে তাহাদের প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রাখিত অন্য কোন জাতির মধ্যে তাহা দেখা যাইত না। যদি কেহ কোন শক্তিশালী ব্যক্তি অথবা গোত্রের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিত তবে ঐ ব্যক্তি অথবা গোত্রের পক্ষে তাহাকে আশ্রয় দান করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িত। যদি তাহাকে আশ্রয় দেওয়া না হইত তবে ঐ ব্যক্তি বা গোত্র সমগ্র আরবদেশে জাতিচ্যুত হইয়া যাইত। কবিগণ খুবই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং তাহাদিগকে জাতীয় নেতা বলিয়া গণ্য করা হইত। নেতাদিগকে বাকপটু হইতে হইত এবং এমনকি তাহাদের কবিতা লিখার ক্ষমতাও থাকিতে হইত। আতিথেয়তার ব্যাপারে আরবগণ ইহার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। পথ হারা কোন পথিক যদি কোন গোত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিত, "আমি আপনার অতিথি", তখন তাহারা সানন্দে তাহার ছাগল অথবা দুম্বা অথবা উট জবেহ করিত। তাহারা আতিথেয়তার ব্যাপারে কোন কার্পন্য প্রদর্শন করিত না। অতিথির আগমনই তাহাদের নিকট গোত্রের সম্মান বৃদ্ধির কারণ ছিল এবং গোত্রের পক্ষে ইহা অবশ্য কর্তব্য ছিল যে অতিথিকে সম্মান করিয়া তাহারা নিজেদের সম্মান বৃদ্ধি করে।

আরব সমাজে নারীদের কোন মর্যাদা ও অধিকার ছিল না। পিতা কর্তৃক শিশুকে হত্যা করা কোন কোন গোত্রের নিকট সম্মানের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইত। অবশ্য ঐতিহাসিকগণের এই বক্তব্য সঠিক নয় যে, সমগ্র আরব দেশে শিশু-কন্যা হত্যা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথা কোন ক্রমেই সমগ্র দেশে প্রচলিত থাকিতে পারে না। কারণ যদি সমগ্র আরবে এই প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিত তবে কিভাবে ঐ দেশে তাহাদের বংশধর অবশিষ্ট থাকিতে পারে? প্রকৃত ঘটনা এই যে আরব, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ, যেখানে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সেখানকার কোন কোন পরিবার নিজদিগকে খুবই বড় বলিয়া মনে করিত অথবা কোন কোন পরিবার নিজেদের কন্যাদিগকে বিবাহ দেওয়ার জন্য সম মর্যাদা সম্পন্ন পরিবার পাওয়া যাইবে না মনে করিয়া তাহাদের শিশু-কন্যাকে হত্যা করিয়া ফেলিত। বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা এই প্রথার জঘন্য দিক। এই প্রথার ফলে দেশের শিশু-কন্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে কিনা তাহা বড় বিষয় নয়। আরবের কোন কোন গোত্র শিশুকে জীবন্ত কবর দিয়া হত্যা করিত। আবার কোন কোন গোত্র গলা টিপিয়া হত্যা করিত। এবং কোথাও অন্যান্য উপায়ে হত্যা করিত। আরবগণ আপন মাতা ব্যতীত অন্য মাতাকে মা বলিয়া মান্য করিত না এবং তাহাকে বিবাহ করা দুষনীয় বলিয়া মনে করিত না। বস্তুতঃ পিতার মৃত্যুর পর পুত্র তাহার বিমাতাকে বিবাহ করিতে পারিত। সমাজে বহুবিবাহ বহুল প্রচলিত ছিল। এক জন পুরুষ যতগুলি খুশী স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত। একই ব্যক্তি এক সময়ে একাধিক বোনকে বিবাহ করিতে পারিত।

যুদ্ধের সময় অকথ্য অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা হইত। প্রতিহিংসার ভাব প্রকট হইলে প্রতিপক্ষ নির্দ্বিধায় আহতদের পেট ও বুক চিরিয়া কলিজা বাহির করিয়া চিবাইত। নাক ও কান কাটিয়া ফেলিত এবং চক্ষু উপড়াইয়া ফেলিত। ক্রীতদাস প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। আশেপাশের দুর্বল গোত্রের লোকদিককে জোর পূর্বক ধরিয়া আনিত ও তাহাদিগকে দাসে পরিণত করিত। প্রভু তাহার দাস-দাসীদের প্রতি নিজেদের খুশীমত ব্যবহার করিত। দাস-দাসীদের প্রতিবাদ করিবার কোন অধিকার ছিল না। এমন কি তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিলেও প্রভুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা চলিত না। অন্য প্রভুর দাসকে হত্যা করিয়া ফেলিলেও মৃত্যু দণ্ড হইতে রেহাই পাইত এবং কিছু ক্ষতিপূরণ দিলেই যথেষ্ট হইত। দাসীদের দ্বারা কাম বাসনা চরিতার্থ করা সামাজিক নিয়মে পরিণত হইয়াছিল। দাসীদের সন্তান-সন্ততিও দাস হিসাবে পরিগণিত হইত। ক্রীতদাসীগণ সন্তানের মা হইলেও ক্রীতদাসই থাকিত।

বস্তুতঃ সভ্যতা ও সামাজিক অগ্রগতির ব্যাপারে আরবগণ খুবই অনগ্রসর ছিল। দয়া ও সহানুভূতির ব্যাপারে তাহারা অনেক নিম্ন স্তরের ছিল। নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে আরবগণ অন্যান্য জাতির তুলনায় অনেক পশ্চাদগামী ছিল। (ক্রমশঃ)

মূল—হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ সানি (রাঃ)
অনুবাদ :—অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান

জামাত আহমদীয়া কর্তৃক বিশ্বব্যাপী কুরআন প্রচার

একটি ঐতিহাসিক তেজদীপ্ত ঘোষণা

—হযরত মুসলেহ মাওউদ
খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

"আজ বিশ্বে প্রতিটি মহাদেশে আহমদী মুসলিম মুবাল্লেগগণ (প্রচারকগণ) ইসলামী জেহাদ লড়িয়া চলিয়াছেন। কুরআন করীম যাহা এক বন্ধ ও রুদ্ধ কিতাব হিসাবে মুসলমানদের হাতে বিদ্যমান ছিল, খোদাতায়ালা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর বরকত ও কল্যাণে এবং মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ফয়েজের দ্বারা আমাদের জন্য উহা খুলিয়া দিয়াছেন এবং উহার মধ্য হইতে নিত্যনুতন জ্ঞান ও অভিনব তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। দুনিয়া যে কোন জ্ঞানের মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে যখনই কোন রকম আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে, তৎক্ষণাৎ উহার উত্তর আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে কুরআন করীমের মাধ্যমেই বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমাদের দ্বারা পুনরায় কুরআনী হুকুমত ও উহার আধিপত্যের পতাকা সমুন্নত করা হইতেছে এবং খোদাতায়ালার কালাম এবং এলহাম যোগে সংশয়াতীত দৃঢ় বিশ্বাস ও ঈমান লাভ করিয়া আমরা পুনরায় কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলিয়া ধরিতেছি। যদিও দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ আমাদের তুলনায় কোটি কোটি গুণ বেশী, তথাপি দুনিয়া যতই শক্তি প্রয়োগ করুক না কেন, বিরোধিতায় যতই বাড়ুক না কেন, ইহা অবিচল সুনিশ্চিত সত্য যে, সূর্য্য স্থানচ্যুত হইতে পারে, পৃথিবীর গতি রুদ্ধ হইতে পারে কিন্তু মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ) এবং ইসলামের বিজয়কে এখন কেহ রোধ করিতে পারে না। কুরআনী হুকুমত অবশ্যই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং দুনিয়া উহার স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমা বা মানুষের পূজা পরিত্যাগ করিয়া এক ও অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার এবাদত করিতে আরম্ভ করিবে। যদিও দুনিয়ার বর্তমান অবস্থা কুরআনী শিক্ষা গ্রহণের পরিপন্থি, তথাপি মানব হৃদয়ের উপর কুরআনী হুকুমত পুনরায় কায়েম করিয়া দেওয়া হইবে।

কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন : وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

অর্থাৎ 'হে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ! তোমার সব চাইতে বড় তলোয়ার হইল কুরআনে মজীদ। তুমি ইহার দ্বারা দুনিয়ার সহিত সব চাইতে বড় জেহাদ পরিচালনা কর।' উক্ত আদেশ অনুযায়ী ইসলামের প্রচার এবং কুরআন করীমের শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে আমাদের মুবাল্লেগগণও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে (বর্তমানে প্রায় ৬০টি দেশে—অনুবাদক) কর্মতৎপর রহিয়াছেন। আমরা আশা করি যে এই রুহানী জেহাদ আমাদের দ্বারা প্রণীত কুরআন করীমের তরজমা ও তফসীর সমূহ এবং মুবাল্লেগগণের দ্বারা এবং এমনি ধারায় পরবর্তী কালে প্রণীত তরজমা ও তফসীর সমূহ এবং মোবাল্লেগগণের দ্বারা ইসলামের বিজয়ের পথকে সুগম ও সুপ্রশস্ত করিতে সফল ও কার্যকরী হইবে। কেননা আমাদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার ফয়সালার সহিতই মিলিয়া যায় নাই বরং আমরা এই কার্য খোদাতায়ালার প্রত্যক্ষ আদেশ ক্রমে সম্পাদন করিয়া চলিয়াছি।" (তফসীরুল কুরআনের ভূমিকা, পৃঃ ৪৯৯ দ্বিঃ সংস্করণ)

অনুবাদ :—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

মোহতারম আমীর সাহেবের স্বাস্থ্য এবং দোওয়ার আবেদন

মোহতারম আমীর সাহেব বিগত ঈদের পরের দিন অসুস্থ শরীরে আহমদনগর হইতে রংপুর ও বীরগঞ্জ জামাত সমূহে সফর শেষ করিয়া ৮ই আগষ্ট পুনরায় আহমদনগর ফিরিয়া যান এবং ৯ই আগষ্ট সেখানে ভাতগাঁও ও আশে-পাশের জামাত সমূহ হইতে আগত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আহমদী ভ্রাতাদের সহিত সন্ধ্যা হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা করেন। পরবর্তীদিন তিনি এই অসুস্থ শরীরে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ভীষণ জ্বর ও উদরময়ে অসুখ হইয়া পড়েন। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ ঢাকা সহ বিভিন্ন জামাতে পৌঁছামাত্র সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী মোহতারম আমীর সাহেবের আশু রোগমুক্তির জন্য খাসভাবে দোওয়ায় রত হন এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার জামাত সমূহ এক একটি কারবা এবং আহমদনগর জামাত ৩টি খাসি সদকা স্বরূপ কুরবানী করেন। আল্লাহ্তায়ালা জামাতের একাগ্রচিত্তে নিবেদিত দোওয়া ও কুরবানী ও এখলাসকে কবুল করিয়া মোহতারম আমীর সাহেবকে আরোগ্য দান করিয়াছেন, আল-হামদু লিল্লাহ। তিনি আল্লাহ্তায়ালার ফজলে ২৮শে আগষ্ট আমদনগরস্থ মসজিদে আসিয়া জুমার নামাজে যোগদান করেন। উক্ত জুমার নামাজ আদায় ও খোৎবা পাঠ করেন সদর মুরুব্বী মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। খোৎবাতে তিনি মোহতারম আমীর সাহেব কর্তৃক অত্র অঞ্চলের জামাতগুলির নামে লিখিত ও প্রেরিত এক ঈমান উদ্দীপক তেজদীপ্ত বিশেষ বাণী পাঠ করিয়া শোনান।

মোহতারম আমীর সাহেবের পক্ষ হইতে জামাতের সকলের নিকট বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান হইয়াছে যাঁহারা তাঁহার আরোগ্যের জন্য বিশেষভাবে দোওয়া ও সদকায় শরীক হইয়াছেন। তিনি সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট পূর্ণ আরোগ্য লাভের জন্য খাসভাবে দোওয়া জারী রাখিবার জন্যও আবেদন জানাইয়াছেন। (আহ্মদী রিপোর্ট)

কৃতি ছাত্র

১। মো: শফিকুর রহমান (ওসমান) ১৯৮১ সনে অনুষ্ঠিত কুমিল্লা বোর্ডের এস, এস, সি. পরীক্ষায় বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় (আখাউড়া) হইতে, সাধারন গণিত, নৈর্বাচনিক গণিত পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র এই চারটি বিষয়ে মার্কস পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, বাসুদেব গ্রামের জনাব মাষ্টার খলিলুর রহমান সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র এবং জনাব মাহমুদুর রহমান সাহেবের ভাতিজা। বন্ধুগণ তাহার লেখা-পড় ও রুহানী উন্নতির জন্য দোওয়া করিবেন।

২। জনাব মো: ফিল্লুর রহমান ১৯৮০ সনে অনুষ্ঠিত প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করিয়া ভাতগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে ভাতগাঁও, জিলা দিনাজপুর নিবাসী জনাব গাজিয়ার রহমান সাহেবের ৪র্থ পুত্র। বন্ধুদের নিকট তাহার মেধা শক্তি আরও বৃদ্ধি হওয়ার এবং দ্বীনের খাদেম হওয়ার জন্য দোওয়ার আবেদন করা হইতেছে।

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনাল মুফতারিযীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮ -৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H Muhammad Ali Anwar